জাগো আদিশক্তিরূপা চিন্ময়ী জননী—(আদ্যামহাশক্তির সর্ব্বব্যাপীত্ব)—

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা,
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু সাক্ষীরূপেণ সংস্থিতা,
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু প্রেমরূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।—

এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি মধ্যে কর্মমার্গে, জ্ঞানমার্গে এবং ভক্তিমার্গে যথাক্রমে আদিশক্তি মা হলেন মাতৃরূপা, সাক্ষী চৈতন্যরূপা এবং ভক্তি ও প্রেমরূপা। সাধকের কর্মমার্গে তথা আত্মকর্ম পথে আদ্যাশক্তি মায়ের প্রকাশ হয় মাতৃরূপে। মাতৃভাবে মহাশক্তির লীলাকে সাধক যখন অহরহ উপলব্ধি করেন এবং অন্তরে-বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সাধক যখন মাতৃস্বরূপিণীকেই বহুরূপে বহুভাবে দর্শন করেন, তখনই তাঁর প্রকৃত বিশ্বরূপ দর্শন সার্থক হয়। বিরাট বিশ্বের মাঝে পরমব্রহ্মরূপী অখণ্ড মায়ের অস্তিত্বকে আপন বোধিতে অনুভব করে সাধক যখন বিশ্বমায়ের কোলের ছোট্ট অগ্নিশিশুটি হয়ে পড়েন, তখন তিনি হন মহাজ্ঞানী। কর্মমার্গে বিশ্বমাতা হলেন মহাকালী স্বরূপিণী। সেই আদ্যাশক্তি মহামায়ার কোলে নিজ আসন পেতে নির্লিপ্ত নির্বিকার অভয় লব্ধ সাধক শিশু তখন মহাজ্ঞানী বিশ্বদ্রষ্টা। এ অবস্থায় বিশ্বজননী সাক্ষীচৈতন্যরূপে তাকে সৃষ্টি রহস্যের অখণ্ড জ্ঞান প্রদান করেন বলে জগজ্জননী মা হন সাক্ষী চৈতন্যরূপিণী মহাসরস্বতী স্বরূপা এবং সাধক সন্তান হন অখণ্ড সত্যের সাক্ষীস্বরূপ শিশুভোলানাথ। শিশুভোলানাথ সর্বক্ষণে মহাশক্তি মায়ের কোলে অবস্থান করলে পরে মা তাকে অমৃত পান করান। অমৃত পান করে সাধক ভোলানাথ তখন নিজেকে ''অমৃতস্য পুত্রাঃ'' বলে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তারপর আদ্যাশক্তি মাতা আপন অমৃতদানে সন্তানকে পুষ্ট করতে থাকেন এবং চিন্ময় অমৃত আস্বাদনেই সন্তানের হৃদয়পদ্মে অনন্ত চেতনা উন্মুক্ত হয়ে পরাভক্তির অনন্তশক্তি সাধকের সত্তা মধ্যে জেগে ওঠে। তারপর ভক্তিমার্গে ক্রমান্বয়ে সাধক শিশু ভোলানাথ ক্রমশঃ ভক্তিভাবের সম্বোধিতে আপ্লুত হৃদয়ে মাতৃরূপের মহালক্ষ্মী স্বরূপা বিশ্বরূপাকে ছাপিয়ে চিন্ময়ী অরূপাকে বোধ করতে সক্ষম হন। অরূপাকে দর্শন করে শিশুভোলানাথ হন ভোলামহেশ্বর। এ অবস্থায় সাক্ষীচৈতন্য প্রদানকারিণী বিশ্বমায়ের শক্তিরূপী অস্তিত্ব ভোলামহেশ্বররূপী সন্তানকে ''মাতঙ্গী'' শক্তিরূপে শ্রীরাধিকার শাশ্বতরূপে শিব হৃদয়ে ''প্রেম'' রূপ দিব্য মহাভাব জাগ্রত করে দেন। তখন উপলব্ধি হয় বিশ্বজননী মা হলেন দিব্যানন্দময়ী প্রেমের সাক্ষাৎ মূর্তি অখণ্ড অনন্ত 'শ্রী'।

ভবে সেই সে পরমানন্দ যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে — ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন পরমানন্দময়ীকে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত না হওয়া পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ পরমানন্দ স্বরূপ হওয়া যায় না। 'মা' পরমানন্দময়ী অলখ নিরঞ্জনরূপ বিশুদ্ধজড়ের বক্ষে চৈতন্য উদ্বুদ্ধ করেন, তাই তিনি সৎ এর চিৎ, সৎ এর বোধি স্বরূপিণী এবং দিব্যের ভূমিতে সৎ-অসতের সাম্যরূপিণী। এক্ষেত্রে 'দিব্য সৎ' বলতে পরমব্রহ্ম সত্তার অখণ্ড চিদালোক সম্পন্ন বিশুদ্ধ জড় অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে আর 'দিব্য অসৎ' হল চিদালোকের গভীরের অটল অন্ধকারময় অবস্থা, যে অবস্থাকে জ্ঞাত হতে গেলে সাক্ষীচৈতন্য স্বরূপিণী মাতৃসত্তাকেই প্রয়োজন হয়। এখানেই পরমানন্দময়ের নিকট পরমানন্দময়ীর মহিমা। মানবী জননী যেমন আপন হৃদয়ের সংবেগে প্রাণের টানে পরম স্নেহে স্বেচ্ছায় তাহার আপন শিশুসন্তানের সঙ্গে সর্বদা সংযুক্ত থেকে সন্তানকে স্নেহবৎসল বক্ষে ধারণ করে পরম সোহাগে স্তনামৃতদানে আপ্যায়িত করেন, পরিপুষ্ট করেন, তেমনি মায়া-মমতাময়ী স্নেহ-করুণাময়ী ভূমা-আত্মা মা জগজ্জননী জগন্ময়ী সর্বদা সর্বত্র সম্যকরূপে আপন মমত্বময় পরমাত্মতনু বিস্তার করে নিজেকে সন্তানের কাছে ধরা দেবার জন্য 'ধরা' রূপে

বিশ্বপ্রকৃতি সাজে সেজে আত্মজ সন্তানগণকে নিজ বক্ষে ধারণপূর্বক সন্তানদের সর্বাঙ্গে সংযুক্ত থেকে তাদের যোগক্ষেম সংবহন করেন। তিনিই আদ্যাশক্তিরূপী পরমানন্দা মহামায়াময়ী শ্রীশ্রীযোগমায়া মাতৃকা। এই শ্রীশ্রীযোগমায়া মাতৃকার লীলারহস্য অতীব অদ্ভুত এবং আশ্চর্য্যমণ্ডিত। এই বিষয়ে সহজ করে বুঝবার জন্যে মাতৃসাধক শ্রীমৎ পুলিন ব্রহ্মচারী বাবার রচনা হতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি।—

''একদা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরে গঙ্গার প্রবাহে নেমে স্নানান্তে আহ্নিক করছিলেন। এমন সময় দেবী পার্বতী (দুর্গা) মরার মতো ভাসতে ভাসতে ব্রহ্মার কাছে

শ্রীমৎ পুলিন ব্রহ্মচারী বাবা

উপস্থিত হলে পরে তিনি তাকে মরা বলে দূরে সরিয়ে দিলেন। পার্বতীদেবী পুনরায় ভেসে ভেসে বিষ্ণুর কাছে গেলে তিনি তাকে অশুচি মনে করে দূরে সরিয়ে দিলেন। তখন দেবীপার্বতী শবের মতো ভাসতে ভাসতে শিবের কাছে গিয়ে ঠেকলে শিব তাকে বক্ষে জড়িয়ে ধরলেন। পার্বতী তখন প্রীত হয়ে সহাস্যে বললেন, ''ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যাকে মৃত বলে পরিহার করল তুমি তাকে চিন্ময়ী বলে চিনতে পারলে বলেই তুমি ''মৃত্যুঞ্জয়''! ব্রহ্মার চতুরানন ও বিষ্ণুর এক আনন মিলিয়ে শিব তখন ''পঞ্চানন'' হলেন।

ব্রহ্মা আত্মদ্রষ্টা। তিনি মহৎতত্ত্বরূপ বিষ্ণুর নাভিপদ্মে বসে সর্বত্র একমাত্র মাকেই আত্মারূপে দর্শন করেন। বিষ্ণু প্রাণরূপে প্রবহনশীল চিন্ময় আত্মার সর্বব্যাপীত্ব উপলব্ধি করেন এবং শিব সেই অব্যয় আত্মার পার্থিব স্থূলতনু পর্য্যন্ত সর্বভূতমহেশ্বরী প্রাণময়ী মাকে দেখেন। ব্রহ্মা দেখেন শুধু আত্মাকে, বিষ্ণু দেখেন আত্মা ও প্রাণকে এবং শিব দেখেন আত্মা, প্রাণ ও দেহকে একত্রে। এই তিন ক্ষেত্রেই মাকে দেখেন বলে শিব 'ত্র্যম্বক'। তাই দেহ হতে যেখানে প্রাণ ও আত্মার বিয়োগ ঘটে সমতার সেই শ্মশান ভূমিতেও শিব ও পার্বতীর প্রেমের আলাপ চলে। শিবের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে তার মিল হল না। শিব হলেন দেবতাদের সমাজচ্যুত, স্বতন্ত্র, একক, অদ্বিতীয় ও অনাদি দেবতা।''

—''সাধকের মন যখন ব্রহ্মা সেজে নিদ্রিত ছিল, তখন সাধকের স্থূলদেহরূপ পার্বতী তার বোধগঙ্গায় ভেসে গিয়েছিল। সাধকের প্রাণ যখন বিষ্ণু সেজে স্বপ্ন দেখছিল তখনও তার দেহ-পার্বতীকে সে নিজবোধে ধরতে পারেনি। সাধক অন্তরের জ্ঞানদেবতা রুদ্র যখন সর্বভূতমহেশ্বর শিবরূপে জাগ্রত হল তখনই তার দেহাত্মবোধরূপ পার্বতীকে সে জড়িয়ে ধরলে পরে তখন সাধকের স্থূলদেহ চেতনার পর্বে পর্বে পার্বতী হলেন লীলায়িতা—পরিতৃপ্তানন্দিতা—সাধকনন্দিনী—জননী।

সাধক, তোমার অন্তরে একবার লক্ষ্য করো, দেখো, তোমার বোধে কত কি অচিৎ উদয় হচ্ছে অর্থাৎ তোমার বোধগঙ্গার পর্বে পর্বে, খণ্ডে খণ্ডে, তোমার পার্বতী উপেক্ষিতা হয়ে জড়বৎ ভেসে যাচ্ছে। তুমি তাকে চেতন জ্ঞানে আত্মা বোধে বুকে জড়িয়ে ধরো। দেখবে, মা সজীব মূর্তি ধারণ করে তোমায় কোলে তুলে নেবেন।

সাধক শোনো, যতদিন তুমিও শিবের মতো জন্ম, মৃত্যু ও জীবন জুড়ে 'মা' কে নিরবচ্ছিন্নভাবে দেখতে না পাবে, যতদিন আত্মা, প্রাণ ও দেহ এই তিন ক্ষেত্র ব্যাপিয়া 'মা' কে না চিনতে পারবে ততদিন তাঁকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে না। ততদিন তোমাদের মাতৃপূজা একটা কাল্পনিক ভক্তির উচ্ছ্বাস মাত্র। ততদিন তোমার সব সাধনাই শব-সাধনা প্রাণহীন। ততদিন তুমি মহিষাসুর হয়ে থাকবে, মহেশ্বর হতে পারবে না। তোমার ঐ স্থূলদেহটি দিয়েই তো মা তোমাকে জড়িয়ে ধরে আছেন, নতুবা বিদেহ আত্মারূপে তুমি কোন শূন্যে বিলীন হয়ে থাকতে তা স্থূল জগতে কেহই খুঁজে পেত না। মা যেমন তোমাকে এই স্থূলদেহটি দিয়ে ধারণ করে আছেন, তুমিও তেমনি ভুবনভরা এই বিশ্বজননীকে বুকে জড়িয়ে ধরো। তুমি আত্মা, প্রাণ ও দেহকে পৃথক পৃথক ভেবে তোমার পার্থিব জননীকে যেমন 'মা' বলো না, তাঁর সর্বস্বটিকে একত্রে লয়েই মা বলো, তেমনি করে যোগমায়ারূপী জগজ্জননীকেও 'মা' বলে পূজা করো। আত্মা, প্রাণ ও দেহের সমবীয় দর্শনই সৃষ্টির সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও রূপ প্রকাশ।''

উপলব্ধিত ধ্রুব-জ্ঞান হল সাধকজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ সত্য। জ্ঞানই চেতনা, চেতনাই প্রাণ। প্রাণ চেতনার স্পন্দিত অবস্থাই মন আর স্থির অবস্থাই আত্মা — পরমাত্মা — মা — ওঁমা —পরমানন্দময়ী পরমব্রহ্ম স্বরূপিণী।